লেখ্য মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রভাব: ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’’ প্রসূতি বাংলাভাষার আশঙ্কাজনক ভবিষ্যত॥

আবদুস শাকিল, এমবিবিএস, পিএইচডি, এমএমআই
বর্ণসফট, পোর্টল্যাণ্ড, অরিগন, ইউএসএ॥ 503-422-7469; shakil@bornosoft.com

আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করি অথচ কম্পিউটারে নিজের ভাষাটি লিখতে পারি না। এ’ জন্যে আমাদের কষ্ট পাওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সত্যি, আমরা অনেকেই তা অনুভব করি না। আরো দুর্ভাগ্যজনক সত্য — অনেকে এই অপারগতার জন্য ব্যথিত বা লজ্জিত না হয়ে যুক্তি দেখান ‘বাংলার দরকার কি’!

বাংলা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা এবং প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের ব্যবহৃত স্ক্রিপ্ট। বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং সরকারী ও বেশীর ভাগ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত লেখার মাধ্যম বাংলা। প্রবাসী বাংলাদেশী বা বাংলাভাষী অন্যান্য বাঙ্গালীদের কথাবার্তার মাধ্যমও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি — দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার ব্যবহারকারী বাংলাভাষীদের অধিকাংশই বাংলা লেখার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করেন না, বা আদৌ বাংলা লেখেন না। বলা যেতে পারে বাংলায় লেখালেখিটা এখন শুধুমাত্র পেশাদার লেখকগণ আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। তাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি যন্ত্রস্থ হয়ে পুস্তকাকারে বের হলেই শুধুমাত্র আমরা তা পড়ার সুযোগ পাই। ছাপার অক্ষরে নিজ ভাষায় স্ব-স্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-গবেষণা, তথ্য ও তত্ত্ব ধরে রাখার সহজতম সমস্ত সুযোগ এবং সুবিধা আজ হাতের কাছে থাকলেও কেউই তা চর্চা করছেন না। আর তাই বর্তমান বিশ্বের Information Super Highway মাধ্যমে বাংলার ব্যবহার অতিশয় নগণ্য, বা নেই বললেই চলে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বাংলার এই অপ্রতুলতা কি মাতৃভাষার প্রতি আমদের অনীহা, নাকি বাধ্যতামূলক অপারগতা? এর উত্তরের জন্য সূক্ষ্ম বিচারে যাবার প্রয়োজন নেই। নির্দ্বিধায় বলা চলে অনীহা এবং অপারগতা দুই-ই এর কারণ। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাষা বা কৃষ্টির প্রতি আমাদের আমাদের দায়িত্ব, মমত্ব ইত্যাদি শুধুমাত্র সময়োপযুক্ত (seasonal) মায়াকান্না বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ দিনে, বিশেষ বিশেষ পোশাকে, বিশেষ গানের সুরে বা বিশেষ ধরণের খাবারে আমরা আমাদের ভাষা ও কৃষ্টিকে সংগীত বা খাদ্যের মতই উপভোগ করি। আর যেমন বাকী দিনগুলিতে আমরা আমাদের কৃষ্টি বা ভাষাগত ঐতিহ্যকে ভুলে থাকি, তেমনি আনুধাবন করি না বর্তমান online বিশ্বে আমাদের ভাষা ও জাতিসত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের কি করা উচিত।

ভাষা যেকোন জাতির কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক। কালের আবর্তনে কোন ভাষা মানুষের মুখ থেকে হারিয়ে গেলেও লিখিত মাধ্যমে তা জীবিত হয়ে থাকে কালোত্তীর্ণ হয়ে। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে এই লিখিত মাধ্যমটিও পরিবর্তিত হয়েছে বাস্তব প্রয়োজনে। সুদূর অতীতে শিলা, বল্কল আর প্যাপিরাসে লেখা থেকে কাগজের স্তর পার হয়ে সারা বিশ্ব আজ প্রায় সমস্ত লেখালেখি ধরে রাখার জন্যে কম্পিউটার নামক ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার উপস্থিতি বা ব্যবহার কিন্তু এই ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমটিতে একেবারেই নগণ্য। তার প্রথম কারণ আমরা এই মেশিনটি ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারি না। আর এই লিখতে না পারার একমাত্র কারণ — সহজে বাংলা লেখা যায় এমন একটি সফটওয়্যারের অভাব। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বাংলার অনুপস্থিতির আর একটি কারণ — জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত (Unicode complaiant) একটি বাংলা ফন্ট সেটের অভাব।

আশির দশকের গোঁড়ার দিকে বাংলাদেশে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার শুরু হবার পর প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত একটি সহজ ও সার্বজনীন বাংলা সফটওয়্যার তৈরী হয় নি এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বীকৃত কোন প্রমিত বাংলা ফন্টও প্রণীত হয় নি। সরকার

এবং এর দায়িত্বশীল মহলের দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা আর বিচক্ষণতার অভাবে কম্পিউটারে বাংলা এখনো অব্যবহার্যই রয়ে গেছে। বিগত দুই দশকে সরকার কম্পিউটার বিষয়ক একাধিক সংস্থা গঠন — এমনকি বাংলার জন্য নিবেদিত ''কম্পিউটারে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি'' তৈরী করলেও বাস্তবে আজ পর্যন্ত কোন সমস্যারই সমাধান হয় নি। অন্যদিকে স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আশঙ্কাজনকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাভাষীদের মধ্যে লেখ্য বাংলার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। একটি জরীপে দেখা গেছে আমাদের দেশের কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের শতকরা মাত্র ২৭ জন কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার করেন এবং শতকরা ৫ জনেরও কম বাংলাভাষী কম্পিউটার ব্যবহারকারী এই মেশিনটিতে নিজের মাতৃভাষাটি লিখতে পারেন!

কম্পিউটারে বাংলা হরফের ব্যবহারের টেকনিকাল সমস্যাটি আরো গভীর। এই রচনায় তার বিশদ আলোচনায় সুযোগ নেই। শুধু এটকুই বলা যেতে পারে যে আমরা বাংলার জন্য Unicode স্ট্যাণ্ডার্ড ফন্ট ব্যবহার না করলে ইন্টারনেট মাধ্যমে এর আদান-প্রদান করতে পারব না, নতুন ভারশানের অপারেটিং সিস্টেমে বা অন্যান্য প্লাটফরমে (যেমন, Unix, Linux ইত্যাদি) বাংলা ব্যবহার করা যাবে না। আর তা করতে না পারলে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার কেবল মাত্র কিছু দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, বা গল্প-কবিতা-উপন্যাস লেখা ও ছাপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অবাধ তথ্য প্রবাহের এই যুগে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বাংলার এর অধিক আর কোন ব্যবহার আমরা করতে পারব না। এই সীমাবদ্ধতার কারণে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বাংলার ব্যবহার লীন হয়ে আসবে এবং, আশঙ্কা করা অমূলক হবে না, অনতিদূর ভবিষ্যতে এই মাধ্যমে বাংলার অবলুপ্তি ঘটবে।

বাংলায় আমরা তিন শতাধিক character (বর্ণ, চিহ্ন, বর্ণাংশ, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি) ব্যবহার করি। ইংরেজী ২৬ বর্ণের কিবোর্ডে সহজ নিয়মে সাকুল্যে ৫২ টি character টাইপ করা যায়। কিন্তু কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করতে হলে খুব রক্ষণশীল হিসাবে ১৭০টি character-এর (বর্ণ, চিহ্ন, বর্ণাংশ, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি) keystroke জানতে হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে কোন সমন্বিত উদ্যোগ না থাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্মাতা তাদের খেয়াল খুশী মত বাংলা ফন্ট ও প্রোগ্রাম তৈরী করে শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে এ'ধরনের প্রোগ্রামের সংখ্যা দশটিরও অধিক। কিন্তু কোন প্রোগ্রামই কম্পিউটারে বাংলা লেখাকে সহজ করতে পারেনি। বাংলা বর্ণের সংখ্যাধিক্যতাই এর কারণ। প্রতিটি প্রোগ্রামেই নতুন করে একটি কিবোর্ড মুখস্থ করতে হয় যা রপ্ত করতে সাধারণ ব্যবহারকারীগণ স্বাভাবিক কারণেই উৎসাহী হন না। তাই কম্পিউটারে বাংলা লেখার কাজটি প্রায় পুরোপুরি পেশাদার বাংলা-টাইপিষ্ট নির্ভর।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্ণের সংখ্যাধিক্যতা শুধুমাত্র বাংলায়ই নয়, দক্ষিণ-এশীয় প্রায় সব ক'টি ভাষার এই সমস্যা আছে। কিন্তু প্রায় সব ভাষাই এর একটি বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করেছে। সুদূর অতীত থেকেই সেসব ভাষাকে রোমান হরফে উপস্থাপনের জন্য একটি প্রমিত বর্ণান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতি এখন তাদের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাসূচীতে অন্তর্ভুক্ত। সেই বর্ণান্তর পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম। অতএব কম্পিউটারে সহস্রাধিক বর্ণের ঐ ভাষাগুলি লেখার জন্য কোন নতুন কিবোর্ড মুখস্থ করতে হয় না। একটি প্রমিত বর্ণান্তর পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে সনাতন ইংরেজী কিবোর্ডে ব্যবহার করে যে কেউ, এমন কি একজন বিদেশীও, সহজেই ঐ ভাষাগুলি কম্পিউটারে লিখতে পারে।

বাংলা শব্দকে রোমান হরফে আমরাও লিখে থাকি বিভিন্ন প্রয়োজনে সেই সুদূর অতীত থেকেই। যেমন, আমাদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লেখার জন্যে বা কোন বিদেশীকে বাংলা শেখানোর জন্যে আমরা ইংরেজী (রোমান) হরফের ব্যবহার করি। সর্বোপরি ইদানীং ই-মেইলে ইংরেজী হরফে বাংলার ব্যবহার প্রায় সর্বজনবিদিত। কিন্তু বাংলা শব্দকে ইংরেজী বানানে লেখার জন্য কোন

নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আমরা অনুসরণ করি না, কারণ তেমন কোন নিয়ম আমরা তৈরী করি নি। তাই দেখা যায় একই বাংলা শব্দ একেকজন একেক বানানে লিখে অতি পরিচিত শব্দটিকেও দুর্বোধ্য করে তোলেন। বলাই বাহুল্য, অন্যান্য সকল অদূরদর্শিতার মতই এক্ষেত্রেও আমাদের সাহিত্যবিদ, প্রযুক্তিবিদ বা সরকারগণ বাংলার জন্য আজও একটি প্রমিত লিপ্যন্তর এবং বানান পদ্ধতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। যদি এরূপ একটি পদ্ধতি থাকত তবে বাংলা কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্মাতাগণ রাতারাতি নতুন নতুন কিবোর্ড সৃষ্টির বিপ্লব বাদ দিয়ে প্রণীত পদ্ধতিটির উপর ভিত্তি করে সফটওয়্যার তৈরী করতেন এবং ব্যবহারকারীগণ উদ্ভট রকমের কিবোর্ড মুখস্থ করার যন্ত্রণা এড়িয়ে চাইলেই কম্পিউটারে বাংলা লিখতে পারতেন।

কম্পিউটার নামক এই ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম সব ধরণের প্রামাণিকতা, তথ্য বণ্টন ও সংরক্ষণে আধুনিক যুগের একমাত্র ট্যুল (যন্ত্র)। বিশ্বের প্রতিটি জাতি আজ নিজ নিজ ভাষায় এই পরম শক্তিশালী মাধ্যমটির পূর্ণ ব্যবহার শুরু করেছে। কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার আরম্ভ হবার ২০ বছর পরে আজও, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশে আমাদের নিজ ভাষায় এই মাধ্যমটির ব্যবহারে আমরা শিশু অবস্থায়ই রয়ে গিয়েছি। কম্পিউটার আজ আর বিলাসিতা নয় — একটি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আমাদের ভাষাটিকে যদি আমরা কম্পিউটারের ব্যবহারে সার্থকভাবে সম্পৃক্ত করতে না পারি তবে আমরা শুধু আমাদের ভাষা থেকে দূরে সরে যাব তা'ই নয়, বাংলা হরফও হারিয়ে যাবে — পালি, সংস্কৃত বা আধুনিক কালের মালয় ভাষার মত। অবশ্যম্ভাবী এই পরিণতি এড়ানোর জন্য বাংলা ভাষাভাষী কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের সবারই পেশাদার বাংলা টাইপিস্ট হবার প্রয়োজন না থাকলেও প্রত্যেকেরই ইংরেজীর মত সাবলীলভাবে বাংলা টাইপিং-সক্ষম হওয়া বর্তমান সময়ে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় আমাদের অপারগতা আমাদের শুধু আরো পিছিয়ে দেবে তা'ই নয়, ভুলিয়ে দেবে আমাদের ভাষাগত ঐতিহ্য এবং বিশেষ দিনগুলিকেও। তখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রসূতির গর্ব নিয়ে তুষ্টিলাভ করার কোন অর্থ আর আমরা খুঁজে পাব না।

লেখক সম্পর্কে: এই প্রবন্ধের লেখক পেশাগত জীবনে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনটি বিজাতীয় ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং পারদর্শীতা লেখকের মাতৃভাষার প্রতি সহজাত দুর্বলতাকে সীমাহীন করে তোলে। কম্পিউটার ব্যবহারে সাবলীলতা এবং বিজাতীয় ভাষা কম্পিউটারে নির্ভুলভাবে লেখার সক্ষমতার বিপরীতে এই মেশিনে নিজের ভাষাটি লিখতে না পারার অসহায়ত্ব লেখককে একটি অব্যক্ত বেদনায় তাড়িত করে। এক ধরনের গ্লানিবোধ থেকে কম্পিউটারে বাংলার অন্তরায়গুলি অনুধাবনের জন্যে লেখক কম্পিউটার বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্রতী হন। নিয়মিত পেশা ও সামাজিকতার পাশাপাশি গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার সহজ করার জন্যে। সুদীর্ঘ দশ বছরের চেষ্টা ও শ্রমে কয়েকটি ধাপে নির্মাণ করেন একটি সহজ ও নিয়মনির্ভর বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার — বর্ণসফট বাংলা২০০০। এটিতে একটি নির্দ্দিষ্ট লিপ্যন্তর ও বানান পদ্ধতি তৈরী করে তা অনুসরণ করা হয়েছে। এটি শিখতে কম্পিউটারের সামনে বসে নতুন একটি কিবোর্ড লেআউটে মাসাধিককাল অঙ্গুলি অনুশীলনের (ঠনিগরেনিগ পরাচতচিং) প্রয়োজন হবে না। একঘন্টা সময়ে কাগজে কলমে দশ লাইনের একটি সহজ ও যৌক্তিক নিয়ম আত্মস্থ করে কম্পিউটার কিবোর্ডে হাত দিয়েই যে কেউ এটি দিয়ে শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে সক্ষম হবেন। লেখক উদ্ভাবিত লিপ্যন্তর ও বানান পদ্ধতি কেবলমাত্র কম্পিউটারে বাংলা লেখার কাজে ব্যবহার করা যাবে তা'ই নয় বরং এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলার জন্যে নির্ভুলভাবে ইংরেজীতে একটি শব্দ ও উচ্চারণ অভিধান তৈরী করা যেতে পারে যা থেকে বাংলা শিখতে ইচ্ছুক বিদেশীগণ উপকৃত হতে পারবেন।